জা র্মা নি

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদ

যদি বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটতো যে ক্ষমতাসীন কোনো একজন প্রধানমন্ত্রীর গালে নিজ দলেরই একজন সদস্য থাপ্পড় মারতো তাহলে কি হতো? সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে কি সে খবর ছাপানো বা দেখানো যেতো? তাত্ত্বিকভাবে বলা যায়, হ্যাঁ এগুলো করা যেত। কেননা বাংলাদেশ কাগজে-কলমে হলেও গণতান্ত্রিক দেশ এবং সরকারও স্বীকার করে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কথা। যদিও গণতন্ত্র এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কোথাও দেখা যায় না। প্রশ্ন আসে, থাপ্পড় যে ব্যক্তিটি মারবে তার অবস্থা কি হবে? দলীয় মাস্তানদের হাতে নাকি পুলিশের হাতে তার মৃত্যু হবে? এতোসব এলোমেলো চিন্তা আসছে এ কারণেই যে সম্প্রতি বুনডেস কানজেলার গেরহার্ড শ্রোয়েডারকে মানহায়েমের কংগ্রেস সেন্টারে নতুন সদস্যদের এক সভায় একজন সদস্য সাংবাদিকদের চলন্ত ক্যামেরার সামনেই কষে একটা থাপ্পড় মেরেছে। নিরাপত্তা রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিটিকে ধরে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যায়। সেখানে তার জবানবন্দি নেয়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। পরে কানজেলার দপ্তর থেকে ৫২ বছর বয়স্ক ইয়েনস্ আমোজেরের বিরুদ্ধে শারীরিকভাবে আঘাত করা ও মানহানির মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় আমোজেরের এক বছরের কারাদন্ডও হতে পারে অথবা অর্থ দন্ডও হতে পারে। জার্মানিতে এমন ঘটনা নতুন নয়। হেলমুট কোহ্লের ১৬ বছরের রাজত্বে তখনকার মানুষও অস্থির হয়ে উঠেছিল। দুই জার্মানি এক করে তৎকালীন পূর্ব-জার্মানিকে পুষ্প-প্রস্ফুটিত ফসলের ক্ষেতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সমস্যা দিন দিন বাড়া ছাড়া কমেনি। ফলে একজন তার মাথায় ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল। ১৯৯৯ সালে গ্রিন পার্টির ইয়স্কা ফিশার যিনি এখনও পর্যন্ত জার্মানিতে জনমতে শীর্ষ রাজনীতিবিদ ও সফল পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ক্ষমতায় আসার পর থেকে দলীয় মূলনীতিতে কিছু কিছু ছাড় দিতে হচ্ছিল। দলীয় সমর্থকরা মানতে পারছিল না এ নীতি। লাল রঙে ভরা প্লাস্টিকের থলে মেরে তার কান লাল করে দিয়েছিল একজন।

আমোজের তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত নয় বরং খুশি। সে বলেছে, আমি যা করেছি তা অশোভন কিন্তু অন্যায় নয়। আমি ব্যক্তি শ্রোয়েডারকে আক্রমণ করিনি বরং তার পদকে, তার ব্যর্থতাকে আক্রমণ করেছি। এটা শ্রোয়েডারের 'ঐতিহাসিক ঋণ'- সামাজিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে ক্ষমতায় এসেছে। প্রথম চার বছরে সে সফলতার বিন্দুমাত্রও দেখাতে পারেনি। দ্বিতীয় দফার প্রায় অর্ধেক সময় পার হয়ে গেল। অথচ বেকারত্ব কমেনি, কমেনি সামাজিক বৈষম্য। বাণিজ্যে কোনো সুবাতাস বইছে না। অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে দিন দিন। সরকার নিত্য নতুন পরিকল্পনার কথা বলছে অথচ সমস্যা বৃদ্ধি ছাড়া কমাতে পারছে না। অর্থমন্ত্রী হানস্ আইসেল ক্ষমতায় আসার পর খুব বড় গলায় বলেছিল আমরা যদি আমাদের ঋণের পরিমাণ না কমাতে পারি তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। শুরু হলো চারদিকে ব্যয় সংকোচ করে মিতব্যয়ী হওয়ার প্রবণতা। কিন্তু যত দিন যায় ততই দেখা যায় সে পকেট কাটছে গরিব লোকের। পকেট কাটতে কাটতে সে পেনশনভোগীদের

কোহলের মাথায় ডিম এবং ইয়স্কা ফিশারের কানে লাল রঙ

ই টা লি

২০০০ ও তার বিশ্বময় পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

গত ২৩ মে ইটালির উত্তর প্রদেশ বোলছানোতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অভিবাসীদের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনে বিভিন্ন মহাদেশের ৪৪ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রার্থী ছিল আমিসহ আরো তিন জন। বিশিষ্ট আইনজীবী ইফফাত আরা নির্বাচনের আগে আমাকে নিয়ে প্রিয় ২০০০-এর পাতায় একটি সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন লেখেন। উক্ত লেখাটি প্রকাশিত হবার পর রোম, প্যারিস, রিয়াদ, টোকিও এবং কোরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উৎসুক প্রবাসী বাংলাদেশীরা নির্বাচনের ফলাফল ও আমার আগামী পরিকল্পনা জানার জন্য টেলিফোন করেন। E-mail ও চিঠি পাঠিয়ে একই বিষয়ে জানতে চান অগণিত দেশের প্রচুর পাঠক। সত্য কথা বলতে কি, এতো পাঠকের চিঠি বা E-mail-এর জবাব দেয়া আমার জন্য কষ্টসাধ্য। তাই বাধ্য হয়ে আমি প্রিয় ২০০০-এর পাতা বেছে নিলাম। প্রিয় পাঠক, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইটালির বহিরাগতদের জন্য গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচনে আমি বেগম রোকসানা মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক ভোট পেয়ে জয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছি। আমার বর্তমান পরিকল্পনা স্থানীয় প্রশাসনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইটালিতে অবস্থানরত অভিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আমি সকলের দোয়া চাই। ইটালিতে বর্তমানে প্রায় ৭০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী বসবাস করছেন। আজ পর্যন্ত এদেশে কোনো প্রিন্ট মিডিয়া গড়ে ওঠেনি। সুতরাং এ বিশাল জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল। ইটালিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও সাবলীল সম্পাদনার জন্য মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সাপ্তাহিক ২০০০ আজ আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রিয় হয়ে উঠেছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের কাছে। আমি ২০০০-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। সেই সঙ্গে ২০০০-এর বিজ্ঞ ও নির্ভীক সম্পাদকমন্ডলী এবং তার বিশ্বময় পাঠককে জানাচ্ছি ধন্যবাদ ও প্রবাসী অভিনন্দন।

Begum Ruksana, Via Cagliari 50/14, 39100 Bolzano, Italy
Tel. 0039 0471 913974, Email.bablubolzano@yahoo.com.

টাকাতেও ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছে। আগামী বছরের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য তাকে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ৫৮ বিলিয়ন ইউরো নতুন ঋণ করতে হচ্ছে।

আমোজের বলেছে, এ সমাজে একটা কথা চালু আছে, ভালো করে পড়াশুনা করো তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে। অথচ পড়াশুনা শেষ হলে সব জায়গাতে শুনতে হয় চাকরি নেই। ১৯৮৩ সালে লেখাপড়া শেষ করে (ভাষা এবং গণিত) ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জার্মানির এক শহর থেকে আরেক শহরে সে একটা চাকরির জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে অথচ কোনো কোনো জায়গায় অস্থায়ী চাকরি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। সে খুব আশা করেছিল গেরহার্ড শ্রোয়েডার ক্ষমতায় এলে কিছু পরিবর্তন হবে। বেকারত্বের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বৈষম্যও কমবে। কিন্তু তা না হওয়ায় সে ক্ষুব্ধ। সম্ভবত ক্ষমতায় গেলে সবাই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়, সাধারণ মানুষের কষ্ট বোঝে না। কিন্তু আমোজের দলের অন্যদের মতো 'জি হুজুর' সব ঠিক আছের দলে না। থাপ্পড় মেরে সে বোঝাতে চেয়েছে দেশের মানুষ সুখে নেই। তাদের সমস্যার সমাধান না করতে পারলে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে জনগণের ভোটে যে আসনে তুমি বসেছে সেটা ছেড়ে দিতে হবে।

আমরা যারা লেখালেখি করি তারা কাউকে থাপ্পড় মারবো না। কিন্তু রাজনীতিবিদরা যদি এসব লেখাকে অবজ্ঞা করে তাহলে কোনো না কোনোভাবে একদিন জনগণের থাপ্পড় তাদের গালে পড়বে।

নাছির, মাইনটাল, জার্মানি

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

ই টা লি

অ্যাডভোকেট ইফ্‌ফাত আরা

এখন আর শুধু কৌশলী নন। ইটালির সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে নানামুখী আলোয় আলোকিত একটি নাম অ্যাডভোকেট ইফ্‌ফাত আরা। আইনি এপ্রোন ছেড়ে ইটালিতে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছেন নতুন কাজে। আইন পেশা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথচ তার নিপুণ পারদর্শিতায় প্রতিনিয়ত বিমোহিত হন অনেকেই। শুধু ইটালি নয়, এর বাইরেও তার খ্যাতি ছড়াচ্ছে প্রতিদিন। নানা দেশ থেকে পাঠানো ভক্তদের অসংখ্য চিঠির বান্ডিল দেখে তাই মনে হলো। ১৯৯৯ সাল থেকে ইটালির পাহাড় ঘেরা আপেল আর আঙ্গুরের বাগান দিয়ে সাজানো স্বর্গভূমি, বোলজান প্রভিন্সে ইফ্‌ফাত আরা অভিবাসিত। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রিসহ আইন বিষয়ে পড়াশুনা করলেও এখন আর তিনি আইন চর্চা করছেন না। নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন Radio Vox-এর বাংলা অনুষ্ঠান ও সংবাদে। এর বাইরে লেখালেখিও করছেন। এক সময় ধারাবাহিক আইনি পরামর্শ লিখতেন রোম থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক বিচারে। মূলত এসব লেখার সূত্র ধরেই প্রতিদিন বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্তদের চিঠি, ই-মেইল, ফোন রিসিভ করতে হয় তাকে। Radio Vox থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান ও সংবাদে তার সুললিত কণ্ঠ ইথারে ভাসছে। কখনো কখনো মঞ্চ অনুষ্ঠানে তুখোড় আবৃত্তি বা বাংলাদেশের ইতিহাসনির্ভর জীবনে তিনি খুবই সাধারণ। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে নিজেকে না গুলিয়ে ধরে রেখেছেন স্বতন্ত্র বোধ। খুব সহজভাবে কথা বলেন, কিন্তু দৃঢ়। মুখের মিষ্টি গম্ভীরতা ও ব্যক্তিত্বের মাঝে থৈ থৈ করে এক অপূর্ব সরলতা। এক সন্ধ্যায় পোড়া মুরগি আর আলুর ফিরিত সামনে নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম কেমন আছেন? বললেন, ভালো আছি। প্রবাসের অ্যাডভান্টেইজ ও ডিজঅ্যাডভান্টেইজ- এ দুইয়ের মিশেলে ভালোই আছি।

কখনো কি মনে হয়, নিজের দেশে থাকলে আরো ভালো থাকতেন?

নিউজ র মে ইফ্‌ফাত আরা

অবশ্যই ভালো থাকতাম। হয়তো এখানে যেভাবে চলছি, কাজ করছি, নিরাপত্তা পাচ্ছি, গভীর রাতে একা পথ চলতে পারছি- এ সুযোগ আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্রযন্ত্র সহজে দিতে পরতো না। তবু মনে হয় নিজের দেশেই ভালো থাকতাম। ওই ঘুনে ধরা সমাজটার জন্য মন কাঁদে।

আইন চর্চা ছেড়ে সংবাদ পাঠক হলেন কেন?

আইন চর্চা ছেড়ে সংবাদ পাঠ করছি এ কথা বলবো না। তবে ইটালির মতো একটা দেশ, যেখানে মাত্র নব্বইর দশক থেকে বাংলাদেশীদের পত্তন শুরু হয়েছে, সেখান থেকে একটা রেডিও বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করছে। খবর প্রচার করছে। আমি সেসব অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছি, নিজের ভাষায় খবর পড়ছি। বাংলাভাষী শ্রোতারা শুনছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছেন, এটা তো কম নয়।

ভেনিস থেকে রেডিও বাজে যে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করছে, আপনার কাছে কতটুকু মানসম্পন্ন মনে হয়?

রেডিও বাজের বাংলা খবরের মানগত দিকটা বেশ ভালো। নতুন হলেও ওদের মধ্যে

একটা উদ্দাম আছে। বিশেষ করে বীথি মমতাজ, নোমান ওরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ভালোই করছে। আরো ভালো হতো যদি স্থানীয় সংবাদের পরিমাণটা আর একটু বিস্তারিত করতে পারতো।

রোম থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক বিচারে এক সময় আইনি পরামর্শ লিখতেন, এখন লিখছেন না কেন?

লিখছি না এ কথা ঠিক না। মূলত লেখার পাত্রটা নষ্ট হয়ে গেছে। যেকোনো কারণে পত্রিকাটির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি বা রাখেনি পত্রিকা পরিবার।

এখন কোনো পত্রিকায় বা বই লিখছেন কি?

প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝে একটু সময় বাঁচিয়ে কয়েকটা সাপ্তাহিকে অনেকটা না লেখার মতোই লিখছি। শেখ মহিতুর রহমান বাবলুর প্রকাশিতব্য 'ইটালিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স এবি' বইটির এডিটে অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। ভাবছি এটা শেষ হলেই ইটালিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের জন্য খুব জরুরি একটা বইয়ের কাজ শুরু করবো। তবে কি বই তা এখনই বলবো না। সবাইকে একটা সারপ্রাইজ দোবো। এছাড়া ভাবছি, বিভিন্ন সময় পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ছোট গল্পের একটা সংকলন প্রকাশ করবো।

লেখালেখির জগতে আপনি কিভাবে এলেন?

ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল আইনজীবী হবো। খুব বড় আইনজীবী। সেভাবেই এগিয়েছি। নিজেকে গঠন করেছি। কিন্তু এক সময় মনে হলো আমি যেন সরে যাচ্ছি। রেডিও প্রোগ্রাম, আবৃত্তি, উপস্থাপনা, কথিকা নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু লেখক হবো, এ কথা কখনো ভাবিনি। আমার এ জগতে যতটুকু বিচরণ, তার সবটুকু অবদান একজন মানুষের। তিনি হচ্ছেন লেখক, সাংবাদিক, উপস্থাপক শেখ মহিতুর রহমান বাবলু। তার উৎসাহ আর একান্ত আন্তরিকতায় আমি এ কাজগুলো করছি।

ল'ইয়ার, সংবাদ পাঠক, লেখকের মধ্যে কোন পরিচয়টা আপনি বেশি পছন্দ করেন?

আমি আমার সবক'টা পরিচয়কেই দারুণ ভালোবাসি। সুতরাং আলাদা করে বলা যাবে না।

পলাশ রহমান, ইটালি
Palashrahman@yahoo.com

ফ্রা ন্স

প্রবাসী বর মানে কি হীরার টুকরা

আমি ১৯৯৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মাতৃভূমি এবং দেশের আপনজনের মায়া-মমতা ত্যাগ করে, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য সুদূর ফ্রান্সে এসেছি। এ রকম হাজার হাজার ছেলে আছে যারা ইউরোপ বা জাপানের মতো দেশে শুধু অর্থ উপার্জনের তাগিদে বছরের পর বছর পড়ে আছে। এসব দেশে আসতে আমাদের লাখ লাখ টাকা ছাড়াও জীবন বাজি রেখে আসতে হয়েছে। আমি নিজেও হাঙ্গেরি নামক দেশে ১১ মাস জেলে ছিলাম। বন্দি জীবন যে কতো কষ্টের তা আগে কখনো বুঝিনি। আর থাকা-খাওয়াও বড় সমস্যা। কারণ আমরা যারা মুসলমান, হারাম-হালাল যাচাই-বাছাই করে খেতে গেলে না খেয়ে মরতে হয়। তাই সবাই যা পায় তাই খায়। রাশিয়া থেকে হাঙ্গেরিতে আসতে আমরা এক গ্রুপে ৮৪ জন ছিলাম। অনেক বড় বড় বন-জঙ্গলে না খেয়ে না ঘুমিয়ে রাত কাটাতে হয়েছে। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আসতে কত কষ্ট করে আসতে হয় তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। আমাদের চোখের সামনে অনেক লোক প্রচন্ড শীতে নদী পার হতে গিয়ে আবার বড় বড় লরিতে অক্সিজেনের অভাবে মারা গেছে। কেউ কেউ হাত-পা হারিয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। এতো কষ্ট করে এ দেশে এসেছি আজ প্রায় ৫ বছর। আমি আজও দেশে যাওয়ার মতো কানো কাগজ তৈরি করতে পারিনি। আমার মতো হাজার হাজার লোক আছে, যারা

পর্তুগালের পতাকা গলায়, মাথায় লাগিয়ে আনন্দ করছে ছেলেমেয়েরা

লি স ব ন

বান্দেরা

ইউরো কাপ ২০০৪ ফুটবল খেলার শুরু থেকেই মনে হয়েছে পর্তুগাল দেশটাই আনন্দের দেশ হিসেবে পরিণত হয়ে গেছে। প্রথম খেলায় হেরে গেলেও তাদের আনন্দ বন্ধ ছিল না। রাশিয়ার সঙ্গে জয়লাভ করে তো আনন্দে আটখানা। এমনিতেই পর্তুগাল ইউরোপের টুরিস্ট স্পটের মধ্যে একটা। তার ওপর ইউরোপিয়ান ফুটবল কাপ খেলা উপলক্ষে যে দিকেই তাকানো যায় শুধু পর্যটকদের ভিড়। বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য আগে থেকেই চেকপোস্টসহ বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাজধানীসহ পুর্তগালের বিভিন্ন শহরকে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত করেছে। লিসবনের প্রকাদো কমার্স মাঠে সাজিয়ে রেখেছে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবহুল দৃশ্যগুলোর পোস্টার। যেগুলো দেখতে গেলে শুধু দেখতেই ইচ্ছে করে। একটু খারাপ লেগেছে বাংলাদেশের দৃশ্যটা দেখে। ইংরেজি এবং পর্তুগিজ ভাষায় সব পোস্টারের কিছুটা ব্যাখ্যা করা আছে। বাংলাদেশের পোস্টারটি ছিলো ১৯৯৮ সালের বন্যার ওপর ভিত্তি করে। পোস্টারে স্থান পেয়েছে পানিতে অর্ধেক নিমজ্জিত অবস্থায় একটি টিনশেড ঘরের পাশ ঘেঁষা একটি বাঁশের সাঁকো। সাঁকোতে একটি শিশু দাঁড়িয়ে এবং বসে আছে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। যাক এ বছর পর্তুগালের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে যাবার পালা। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা জমজমাট। আজ সবার মুখেই হাসি। শুধু 'বান্দেরা' পাইকারি বিক্রি করেই অনেক বাংলাদেশী কোটি টাকা উপার্জন করেছেন রাজধানী লিসবন এবং পর্তু নামক পর্তুগালের এক বড় শহরে। পর্তুগিজ 'বান্দেরা' শব্দের বাংলা অর্থ 'পতাকা'। পর্তুগালের বিভিন্ন মাপের পতাকা গাড়ি, বাড়ি অফিস, দোকান কোনো স্থানেই যেন টাঙানো বাকি নেই। পর্তুগালের সবখানেই তাদের জাতীয় পতাকা বাতাসের সঙ্গে দুলছে। মনে হচ্ছে পর্তুগালের বান্দেরাগুলো দুলে দুলে বলছে পর্তুগাল, পর্তুগাল ইউরো কাপ ২০০৪।

Nurul Amin Majumder, L.G Trigueiros 11-2-DTO, Martim Monir, 1100-Lisboa, Portugal, 0035 1933183344

শুধু কাগজের জন্য দেশে যেতে পারছে না। অনেকের যৌবন শেষ হতে চলেছে, বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। দেশে যাওয়ার হাজারো ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে চায় না। তার কারণ আবার ইচ্ছা করলেই এখানে আসা যাবে না। তাই আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবসহ স্ত্রী, ছেলে-মেয়ের আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা থেকে। ছেলের বয়সের কথা চিন্তা করে অনেক ছেলের অভিভাবক দেশে ছেলের জন্য বিয়ে ঠিক করেন। আর কনে পক্ষ ছেলের পাঠানো ছবি দেখে পছন্দ করে হবু বরকে।

তার পর টেলিফোনে বিয়ে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক মেয়ের অভিভাবক তাদের শিক্ষিত মেয়ের হবু প্রবাসী বরটুকুর শিক্ষাগত যোগ্যতা, কি তার স্বভাব চরিত্র কোনো কিছুর খোঁজ-খবর না নিয়ে মেয়েকে টেলিফোনে বিয়ে দেন। তাদের কাছে অনুরোধ, প্রবাসীর কাছে বিয়ে দেয়ার আগে বর এবং কনেকে সামনাসামনি বসে তাদের একা আলাপ করার সুযোগ দিন। তার পর না হয় আপনাদের মতামতেই বিয়ে হবে। অন্যদিকে এখানে ভাগ্যক্রমে যাদের কাগজ হয়েছে তারা দেশে গিয়ে নিজে অল্প শিক্ষিত হলেও বিয়ে করেন উচ্চশিক্ষিত ধনীর দুলালীকে। আমাদের দেশে এখনো মেয়ের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। মেয়ের অমতে বিয়ে দেয়াটা ইসলামবিরোধী। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ বিয়ে বেশি দিন টেকে না, যার অনেক প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। কারণ প্রবাসে যারা ৮-১০ বছর থাকে তাদের অনেকের মাথার চুল থাকে না। কারো চরিত্র খারাপ হয়। আবার সব প্রবাসী যে খারাপ তা কিন্তু নয়। তাছাড়া কারো কারো ব্যক্তিগত ও শারীরিক সমস্যাও থাকে। এ ক্ষেত্রে নিজের দোষ সবাই গোপন রাখে। আমাদের এখানে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। ছেলেটির মাথায় দু'বছর যাবৎ চুল নেই। তাই সে দেশে গিয়ে বিয়ে করতে ভয় পায়। হবু বধূকে ঠকানোর চেষ্টায় টেলিফোনে বিয়ে করে। বিয়ের সময় মেয়েপক্ষ যখন ছবি চেয়েছিলো, ছেলে অনেক পুরনো ছবি পাঠিয়েছিলো। ছবি দেখে মেয়ে রাজি হয়। পুরনো ছবি আর বাস্তব কখনো এক হয় না। বিয়ের পর থেকে চিঠি বা টেলিফোনে বর-কনে উভয়ে যোগাযোগ রেখে চলছে। এর মধ্যে নববধূ তার স্বামীকে দেশে আসার চাপ সৃষ্টি করে। দুই মাস পর অনেক আশা বুকে নিয়ে ছেলেটি দেশে রওনা দেয়। টেলিফোনে সবাইকে জানানো হলো ১০ জানুয়ারি বিকেলে সে জিয়া বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।

এদিকে ছেলের পরিবারের লোকজনসহ তার নববধূটি এক বুক আশা নিয়ে গোলাপ ফুল হাতে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে ছিলো স্বামীকে বরণ করে নেয়ার জন্য। যখন ছেলের ছোট ভাই তার ভাবীকে পরিচয় করিয়ে দিল ঐ যে আসছে আপনার স্বামী, তখন নববধূটি না বলে চিৎকার করে অন্য গাড়িতে করে বাড়িতে চলে গেলো। বধূটির তাৎক্ষণিক যুক্তি হলো, যাকে সে না দেখে বিয়ে করেছিলো তার মাথায় অবশ্যই চুল ছিলো। সে বাবা-মাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলো এ ছেলেকে সে কোনো দিনও স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে না। আমাদের অভিভাবকগণ কখনোই ভাবেননি এর বাস্তব ফল কি হবে। এ ক্ষেত্রে ছেলে বা ছেলের পক্ষ যেমন দায়ী, ঠিক মেয়ে বা মেয়ের পক্ষও তারচেয়ে কম দায়ী নয়। এমন আরেকটি ঘটনা। আমার এক বন্ধু গত বছর ছুটিতে গিয়ে এক ধনীর মেয়েকে বিয়ে করে। বিয়ের প্রথম রাতে মেয়েটি তার স্বামীকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, বাবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিয়ে দিয়েছে। তাকে সে কখনো স্ত্রী হিসেবে পাবে না। বন্ধুটি কাউকে কিছু না বলে অবশেষে প্যারিস চলে আসে। এখানে এসে ফোনে বউকে অনেক চেষ্টা করে কোনো ফল পায়নি। উল্টো মেয়েটি তাকে বকাবকি করে আপমান করে। এখন বন্ধুটি আমার পাগলের মতো।

আমার বক্তব্য হলো, অভিভাবকদের সাবধান হতে হবে।

Abul Kalam Azad
C/o Shaalam/Milon/Mizan
Restauaant, New Ganga
10 rue De Trois Bores
75011-Paris, France
0033.663107549

ডা র্ম স্টা ড

পাঁচমিশালি প্যাচাল

আমাদের একটি প্রবাদ আছে 'যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ'। এ কথাটি এখন জার্মানিতে পুরোপুরি প্রযোজ্য। স্টুডেন্টদের জন্য এক সময় ছিল ফ্রি পড়ালেখা, তবে এখন বোধহয় তা হবার নয় (অন্ততপক্ষে হেসেন প্রদেশে)। কারণ হেসেনের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছরের শীতকালীন সেমিস্টার থেকে প্রতিটি সেমিস্টার ফি ৫০০ থেকে ৯০০ ইউরো ধার্য করা হয়েছে। যদিও এ নিয়মের বিরুদ্ধে পুরো ডিসেম্বর জুড়ে ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতীক ধর্মঘটসহ বিভিন্ন সেমিনার, স্মারকলিপি পেশ, মিডিয়ার সঙ্গে মত বিনিময় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্থানীয় সরকার কর্ণপাত করেনি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মতামত। তাইতো পয়সার অভাবে আগামী সেমিস্টারে ডার্মস্টাড টিইউ ((TU Darmstadt)) থেকে ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ নিজ খরচে বাসা ভাড়া, জীবন-যাত্রার খরচ দিয়ে আর হাতে পয়সা থাকবে না টিউশন ফি দেয়ার। এখন উচ্চশিক্ষা শুধু ধনীদের জন্যই। এভাবেই জার্মানিতে শিক্ষার হার কম। এ নতুন নিয়মের পর যে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার প্রতি উৎসাহ থাকবে না বা তারা উচ্চ শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় না করে কাজে লেগে যাবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আগামীতে বেকার সমস্যা এবং বেকারদের সংখ্যা বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবাক হলেও বাস্তব সত্য জার্মানিতে ৪ মিলিয়ন লোক পড়তে এবং লিখতে পারে না। এতো গেলো শিক্ষার কথা, অন্যদিকে জার্মান সরকার প্রায়ই তৈরি করছে নতুন নিয়ম-কানুন। সমাজভাতা আগের চেয়ে কমিয়ে এনেছে। অথচ জিনিসপত্রের দাম কমেনি বরং বেড়েই চলছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম। আগে ডাক্তারের কাছে গেলে চিকিৎসাবীমা সব পে করত, কিন্তু নতুন নিয়মের ফলে ১০ ইউরো নিজের পে করতে হবে। (জরুরি ডাক্তার বা হাসপাতালে গেলেও ১০ ইউরো)। অন্যদিকে সরকার পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দিকেও নজর দিয়েছেন যা অনেকটা সিঙ্গাপুরের মতো। একটু ব্যাখ্যা করে বলি। কেউ যদি রাস্তাঘাট কিংবা রেলস্টেশন ইত্যাদি জায়গায় সিগারেটের টুকরা কিংবা ময়লা কাগজ ফেলে সঙ্গে সঙ্গে ২০-৩০ ইউরো জরিমানা। বিয়ার প্রেমিকের অবস্থাও করুণ, কারণ আগের মতো আর ক্যানের বিয়ার নেই। সব এখন বোতলে মধ্যে (ক্যানের জন্য ২৫ সেন্ট ফান্ড)। আর তাইতো ক্যানের কোকা-কোলা বা অন্য কোনো ড্রিংক্স এখন বিলুপ্ত (আমার নিজের প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে ক্যানের কোকা-কোলার জন্য)। বোতলের জন্য আগেও ফান্ড ছিল এবং এখন ফান্ড (১৫ সেন্ট) তাই ফান্ড এড়াতে সবাই ক্যানই ক্রয় করত। অবশ্য কানের প্রতি আমাদের অন্য রকম টান। সত্যিই ক্যানকে আমরা মিস্ করছি। ক্যান তুমি আবার আসো আমাদের মাঝে। আবার সিগারেট প্রেমিকদের জন্য আরও দুঃসংবাদ, আগামীতে আবার বাড়ছে সিগারেটের দাম এক প্যাকেটের দাম ৪ ইউরো। আর অদূর ভবিষ্যতে কি কি নিয়ম হয় এই দেখার বিষয়...

মামুন
ডার্মস্টাড, জার্মানি

হ ল্যা ন্ড

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি

প্রবাসে বৈরী পরিবেশে বাংলা সংস্কৃতি চর্চা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে উত্তর সাগরপাড়ে ওলন্দাজদের এই ছোট্ট কিন্তু অতি উন্নত দেশটিতে যেখানে বাঙালির সংখ্যা হাতে গোনা বললে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। তার ওপর যে কটি বাঙালি পরিবার আছে সেখানেও যে বাংলা চর্চা খুব একটা চলে তা নয়। বিশেষ করে এখানে সন্তানেরা তো জন্মাবধি বাংলা চর্চা থেকে অনেক দূরে। তবে এখানে জন্ম হওয়া বাংলা না জানা বাঙালি ছেলেমেয়েদের দুর্ভাগা মা-বাবাদের খুব একটা দুঃখবোধ আছে বলে ঠাহর হয় না। পশ্চিম বাংলার প্রবাসী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'প্রবাসী' মাঝেমধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে থাকে। তবে ইদানীং তাতেও নাকি বন্ধ্যত্ব দেখা দিয়েছে। 'প্রবাসীর' অনুষ্ঠানাদিতে রীতিমতো যাতায়াত রয়েছে এমন এক বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার সেদিন জানালেন, 'প্রবাসীদের এবারের অনুষ্ঠান তেমন জমেনি। দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা প্রতি বছর কমতির দিকে।'

হল্যান্ডে প্রবাসী বাংলাদেশীদের একটি প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ কল্যাণ সমিতি, যা দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। সাবেক রাষ্ট্রদূত গিয়াস উদ্দীন দেশীয় রাজনীতির এমনই বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন, সে বীজ গজিয়ে আজ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তার ওই কর্মকান্ডে সে সময় তার দোসর ছিল হল্যান্ডে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনৈক কর্মকর্তা। দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াস উদ্দীনকেও বিদায় নিতে হয়েছে রাষ্ট্রদূতের গদী থেকে। এখন শুনেছি তিনি লন্ডনে বাংলাদেশী মালিকানাধীন কোনো এক রেস্টুরেন্টে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। গিয়াস উদ্দীন বিদায় হলে তার দোসর ওই কর্মকর্তা খোলস পাল্টে নতুন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ইতিমধ্যে সখ্য গড়েছেন। কল্যাণ সমিতির যে অকল্যাণ গিয়াস উদ্দীন করে গেছেন তার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রবাসে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙালিদের। অথচ এ কল্যাণ সমিতি এক সময় নিয়মিতভাবে আয়োজন করতো একুশ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা দিবস, শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠান।

বাংলা তথা বাংলা সংস্কৃতি চর্চা হল্যান্ডে বর্তমানে একেবারে অনুপস্থিত বলা চলে। তবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুরিনামী সম্প্রদায়ের কল্যাণে প্রায় সময় ভারত থেকে আসা শিল্পী আঁশা ভোসলে, উষা মুঙ্গেশকর, কুমার সানু, নীতিশ মুখেশ, অনুরাধা পাডোয়াল থেকে শুরু করে বলিউডের শাহরুখ খান, ঋত্বিক রোশন, রানী মুখার্জী এমনি আরো অনেকে হল্যান্ডে শো করে থাকেন। শো করে থাকেন পঙ্কজ উদাস, গোলাম আলী। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কোনো কোনো বাঙালি দেশীয় সংস্কৃতির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেন, অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো।

গেল মাসে হেগ্ শহরে জাতিসংঘের অধীন এক সংস্থায় কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পুষ্পক বড়ুয়া আমন্ত্রণ জানালেন হেগ্ শহরের নিকটবর্তী শহর ডেল্‌ফে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান নাইট অনুষ্ঠানে যাবার। অনুষ্ঠানের আয়োজক ডেলফ ইনস্টিটিউট ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল, হাইড্রোলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্ষেপে আইএইচই। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফিবছর এ ইনস্টিটিউট হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা দিয়ে আসছে। তারই আতওয়ায় এখানে এসে থাকেন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ বিভিন্ন অনুন্নত দেশের প্রকৌশলীরা। বর্তমানে সেখানে পড়াশুনা করছেন এমন বাংলাদেশী প্রকৌশলীর সংখ্যা ছ'জন বলে জেনেছি। আশির দশকের শেষের দিকে বন্ধু ও ক্লাসমেট করিম এ ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে গেছে। সে এখন চট্টগ্রাম ওয়াসার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। পরবর্তী সময়ে পিএইচডি করে গেছেন আমাদের পরিচিত তানভির সাহেব। তার পিএইচডিফেন্ড অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত ছিলেন ব্রাসেলসে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হাসান আহমদ। তখন হল্যান্ডে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস ছিল না। তানভির সাহেব এখন কাজ করেছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে। তার স্ত্রী নীতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। যাই হোক, পুষ্পকের আমন্ত্রণে উপস্থিত হলাম এশিয়ান নাইট অনুষ্ঠানে। সঙ্গে সহধর্মিণী সুমনা ও পুষ্পকের স্ত্রী লিপি। আগেই সে বলে রেখেছিল যেন আগেভাগে উপস্থিত থাকি। কেননা, হলের আসন সীমিত। ডেলফ্ সেন্ট্রোম লাগোয়া ইউনেসকো ভবনে হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। প্রতি বছরের মতো এবারও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে এখানে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীরা। এশিয়ান নাইটের আগে হয়ে গেছে আফ্রিকান নাইট। আয়তনে ছোটখাটো হল ছিল দর্শকে ভর্তি। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী সেখানে আছে গোটা পরিবারসহ অর্থাৎ স্ত্রী-স্বামী-সন্তানা নিয়ে। তাদের অতিথি, আমার মতো অতিথির অতিথি সব মিলিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর বেশ আগেভাগে হল পরিপূর্ণ। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেপালিদের সংখ্যা ও প্রাধান্য বেশি বলে মনে হলো। গোটা অনুষ্ঠানের উপস্থাপকও ছিলেন একজন নেপালি। উপস্থাপনাটা আরো সুন্দর হতো যদি সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণওয়ালা কাউকে সে দায়িত্ব দেয়া হতো। যদিও বা নেপালিদের উপস্থাপিত অনুষ্ঠান ছিল অন্যতম আকর্ষণ, ভারতীয় নৃত্যানুষ্ঠান ছিল চমৎকার। বাংলাদেশী পর্যায়ে 'ওগো বিদেশিনী তোমার চেরি ফুল দাও আমার শিউলী নাও' বাংলা না-বুঝনেওয়ালা দর্শকদের মাঝে বেশ উপভোগ্য হয়েছিল বলে মনে হলো। বিশেষ করে শেষের দিকে গানের প্রথম কটি লাইনের ইংরেজি অনুবাদ এবং তা বাংলা সুরে গাওয়া দর্শকদের মাঝে সংক্রমিত করে। লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও তাদের কেউ ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি।

এশিয়ান নাইটে বাংলাদেশী সংগীতানুষ্ঠান

নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পর শুরু হলো গোটা অনুষ্ঠান। অকারণে অহেতুক বিলম্ব করা হয়নি বিধায় বিরক্তিকর মনে হয়নি কারো। অনুষ্ঠান শেষে ডিনারের পালা। অন্যদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে। অশোভন দেখায় বলে ছেড়েও আসতে পারিনি। এক পর্যায়ে ইনস্টিটিউটে পড়তে আসা ছাত্রদের জনা কয়েক আমাদের অনেকটা জোর করে লাইন থেকে টেনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাদের লাইনে দাঁড়াতে হবে না, আমরা খাবার নিয়ে আসছি। এর আগে তারা আমাদের সঙ্গে থাকা মহিলাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাদের সামান্যটুকু কষ্ট করতে দেননি। যদিও বা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে বিদেশী মহিলা-পুরুষ সবাই। বাঙালি রমণী বলে কথা! আলাপ হলো বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে। ভালো লাগলো তাদের আন্তরিকতা। 'প্রবাসে বাংলাদেশীদের সাহচর্য আমাদের অনেকটা আপাত একাকিত্ব জীবনে, আপনজন থেকে দূরে থাকা সময়টুকু অনাবিল আনন্দ দেয়।' -মন্তব্য জনৈক বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারের।

Bikash Chowdhury Bora
Dr. J. Presserstr - 30
2552 LN Den Haes
Tel : 070-381.82.04